১ ফেব্রুয়ারি ২০০৭

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

জানুয়ারি মাসে সারাদেশে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে নিহত ৩২
বিএসএফ হত্যা করেছে ১৯ বাংলাদেশীকে

চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে নিহত হয়েছে ৩২ জন। উলেণ্ঢখিত ৩২ জনের মধ্যে র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ান (র‍্যাব)-এর হাতে ১৬ জন, পুলিশের হাতে ৯ জন, সেনাবাহিনীর হাতে ৫ জন এবং যৌথবাহিনীর হাতে ২ জন নিহত হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

জরুরী অবস্থা জারির পূর্বে ১ থেকে ১১ জানুয়ারি র‍্যাবের হাতে ৬ জন এবং পুলিশের হাতে ২ জন নিহত হয়েছে। অপরদিকে জরুরী অবস্থা বলবৎকালীন ১২ থেকে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ড় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে নিহত হয়েছে ২৪ জন। যার মধ্যে র‍্যাবের হাতে ১০ জন, পুলিশের হাতে ৭ জন, সেনাবাহিনীর হাতে ৫ জন এবং যৌথবাহিনীর হাতে ২ জন নিহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে।

উলেণ্ঢখ্য, জানুয়ারি মাসে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে যত ব্যক্তি নিহত হয়েছে, তার মধ্যে ১৮ জন কথিত ক্রসফায়ারে মারা গেছে। জরুরী অবস্থা বলবৎ থাকা অবস্থায় ১২ জন নিহত হয়েছে। এদের মধ্যে ১০ জন র‍্যাবের ক্রসফায়ারে এবং পুলিশের ক্রসফায়ারে নিহত হয়েছে ২ জন। জরুরী অবস্থা জারির পূর্বে ১ থেকে ১১ জানুয়ারি র‍্যাবের ক্রসফায়ারে ৬ জন নিহত হয়েছে।

কথিত ক্রসফায়ারের বাইরে বাকি ১৪ জন বিভিন্নভাবে নিহত হয়েছে। জরুরী অবস্থা বলবৎকালীন ৫ জন পুলিশের নির্যাতনে মারা গেছে বলে অভিযোগ আছে। এছাড়া পুলিশ হেফাজতে থাকা অবস্থায় হাসপাতালে মারা গেছে ২ জন, ৩ জন সেনাবাহিনী কর্তৃক নির্যাতনে, ১ জন সেনাবাহিনী বহনকৃত ভ্যান থেকে পালানোর সময়, ১ জন যৌথবাহিনীর হেফাজতে থাকা অবস্থায় ছয়তলা দালান থেকে পড়ে, ১ জন যৌথবাহিনী কর্তৃক গ্রেফতারের পর পুলিশ হেফাজতে এবং ১ জন সেনাবাহিনী কর্তৃক গ্রেফতারের পর হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।

অধিকারের রিপোর্টে আরো বলা হয়, আইন প্রয়োকারী সংস্থার হাতে নিহত ৩২ ব্যক্তির মধ্যে ৪ জন বিএনপি, ৩ জন আওয়ামী লীগ, ৪ জন পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (জনযুদ্ধ), ৪ জন বিপণ্ঢবী কমিউনিস্ট পার্টি, ১ জন পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি, ১ জন মুক্তিযোদ্ধা, ১ জন গণমুক্তি ফৌজ, ১ জন শ্রমজীবী মুক্তি আন্দোলন, ১ জন কৃষক, ১ জন কথিত মাদক ব্যবসায়ী, ১ জন হাজতি, ১ জন কয়েদি এবং ৯ জন কথিত অপরাধী রয়েছে।

অধিকারের প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জানুয়ারি মাসে জেল হাজতে অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে ৮ জন। অপরদিকে একই সময়ে দায়িত্ব পালনকালে ১ জন পুলিশ সদস্য বোমা বিস্ফোরণে নিহত হয়েছে।

জানুয়ারি মাসে সারাদেশে মোট ৪০,০৫৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এদের মধ্যে ১১ জানুয়ারি ২০০৭ তারিখে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরী অবস্থা ঘোষিত হওয়ার পর থেকে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ড় মোট ৩৬,২৫০ জন ব্যক্তি গ্রেফতার হয়েছে। উলেণ্ঢখ্য, বাংলাদেশে মোট ১১টি কেন্দ্রীয় কারাগার এবং ৫৫টি জেলা কারাগার রয়েছে। উক্ত কারাগারসমুহে অনুমোদিত ধারণ ক্ষমতা ২৭,২২৭ জন। তাছাড়া এ মাসে সারাদেশে রাজনীতি সংশিণ্ঢষ্ট ঘটনায় ২২ জন নিহত এবং ১২২৩ জন আহত হয়েছে।

অধিকারের পরিসংখ্যান অনুযায়ী জানুয়ারি মাসে সারাদেশে ৩ জন সাংবাদিক আহত হয়েছে। একই সময়ে ৪ জন সাংবাদিক গ্রেফতার, ৬ জন লাঞ্ছিত, ৮ জনের বির"দ্ধে মামলা এবং ২২ জন সাংবাদিককে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছে।

জানুয়ারি মাসে সারাদেশে ১৫ জন নারী এবং ১৪ জন শিশুসহ মোট ধর্ষণের শিকার হয়েছে ২৯ জন। এর মধ্যে ৭ জন গণ ধর্ষণের শিকার এবং ৫ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে বলে 'অধিকার'-এর প্রতিবেদনে উলেণ্ঢখ করা হয়।

এ রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে, জানুয়ারি মাসে সারাদেশে যৌতুকের শিকার হয়েছে ২১ জন নারী। এর মধ্যে ১৭ জনকে হত্যা করা হয়েছে। এছাড়া যৌতুকের কারণে আত্মহত্যা করেছে ২ জন এবং ২ জন বিভিন্ন নির্যাতনের শিকার হয়েছে।

এছাড়া সারাদেশে মোট ৭২ জন শিশু মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়েছে। এর মধ্যে ৩০ জন নিহত, ৯ জন আহত, ১৪ জন ধর্ষিত ও ৩ জন অপহৃত হয়েছে। এছাড়া ৩ জন আত্মহত্যা, ২ জন গ্রেফতার, ৭ জন নিখোঁজ এবং ৪ জন এসিড নিক্ষেপের শিকার হয়েছে।

এ সময় সারাদেশে মোট ১৩ জন এসিডদগ্ধ হয়েছে। এদের মধ্যে ৭ জন নারী, ৪ জন শিশু এবং ২ জন পুর"ষ।

চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ড়বর্তী এলাকায় ভারতীয় সীমান্ড়রক্ষী বাহিনী-বিএসএফ ১৯ জনকে গুলি করে হত্যা করেছে। এ সংক্রান্ড় ঘটনায় ১৬ জন আহত, ৩ জন গ্রেফতার, ১১ জন অপহৃত, ৪ জন নিখোঁজ হয়েছে। এছাড়া ১টি হামলা ও ভাঙচুর এবং ১টি লুটতরাজের ঘটনা ঘটেছে।

'অধিকার' প্রণীত পরিসংখ্যান অনুসারে চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে সারাদেশে মোট নিহত হয়েছে ৩৩২ জন। আমরা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হেফাজতে নিহত হওয়া এবং কথিত ক্রসফায়রের ঘটনায় উদ্বিগ্ন। জর"রী অবস্থা ঘোষণার পর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার তেমন পরিবর্তন ঘটেনি। বর্তমান সরকারের গণগ্রেফতারের যুক্তি ও ধরন আমাদের কাছে অস্পষ্ট এবং এ সংক্রান্ড় তথ্য পাওয়া ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়েছে। আমরা আশা করি সরকার এদিকে দৃষ্টি দেবেন এবং মানবাধিকার রক্ষায় যত্নবান হবেন।

উলেণ্ঢখ্য, 'অধিকার' ১১টি জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য পর্যালোচনা করে এবং নিজস্ব তথ্যানুসন্ধানের ভিত্তিতে এ রিপোর্টটি প্রস্তুত করেছে।

বার্তা প্রেরক

এএসএম নাসিরউদ্দিন এলান
অফিস ইন চার্জ
অধিকার